আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০০৮ উদ্‌যাপন রির্পোট

১. **ভূমিকাঃ** গ্রামীন নারীদের সম্মাননা প্রদান ও সমাজ উন্নয়নে তাদের অবদানের জন্য বিশেষ করে খাদ্য উদ্‌যাপন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় গ্রামীণ নারীদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ১৫ অক্টোবর বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস জাতিসংঘ স্বীকৃত একটি দিবস হিসাবে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে।

১৯৯৫ সালে চীনের রাজধানী বেইজিং এ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় প্রতি বছর ১৫ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হবে। প্রথম দিকে অল্প কিছু দেশে এই দিবস পালিত হলেও এখন প্রতি বছর দিবস পালনের হার বাড়ছে।

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন এগ্রিকালচারাল প্রোডিউসারস, এ্যাসোসিয়েটেড কাউন্সিল অব উইমেন অব দ্যা ওয়ার্ল্ড, নেটওয়ার্ক অব আফ্রিকান রুরাল উইমেন এ্যাসোসিয়েশন এবং উইমেন ওয়ার্ল্ড সামিট ফাউন্ডেশন (ডডঝঋ)এই চারটি সংস্থা প্রথম দিকে পৃথিবী ব্যাপি বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস পালনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২০০৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এখন থেকে বিশ্বব্যাপী এই দিবস রাস্ট্র, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানসহ নারীর প্রতি সংবেদনশীল সকল গোষ্ঠী পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে ২০০০ সালে বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপনের জন্য জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ বছর ডডঝঋ কর্তৃক দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে শ্লোগান নির্ধারিত হয়েছে-**“দাবী তুলুন: নারীর অধিকারই উন্নয়ন অধিকার” ।** প্রতি বছরের মত আন্তর্জাতিক এই শ্লোগানকে অবলম্বন কওে বাংলাদেশে বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি ঐ শ্লোগানের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে “খাদ্য নিরাপত্তাকে দেখুন খাদ্য সার্বভৌমত্বেও আলোকে” থিম নির্ধারণ করেছেএ

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের বিশেষত্ব

প্রথমতঃ নভেম্বর ২০০৭ সালে জাতিসংঘ সাধারন পরিষদ অধিবেশনে ১৫ই অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীন নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। সত্যিই এটা আপনাদের জন্য একটা প্রকৃত অগ্রগতি এবং জাতিসংঘের এধরণের সময়োপযোগী প্রদক্ষেপের জন্য আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। ইহা প্রতিয়মান হয় যে, জাতিসংঘ ভুক্ত সকল সদস্য রাষ্ট্র সমুহ এখন থেকে আনুষ্টানিক ভাবে এ দিবস উদযাপন করবে। এ জন্য আপনাদেকে খুঁজে বের করতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় সরকার সমুহ গ্রামীন নারীদের উন্নয়ন অধিকার নিশ্চিত করণে; উন্নয়নে আপনাদের অবদান এবং জাতীয় উন্নয়নে আপনাদের ভূমিকাকে কতটুকু গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। গ্রামীন নারী দিবস এর প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারন অধিবেশনে (A/C.3/62/L.19) উপস্থাপনের জন্য মঙ্গোলীয়ান প্রতিনিধিকে এবং চীন, ঘানা, ঘুয়েতিমালা, মেক্সিকো, পানামা এবং প্রাক্তন যুগোশ্লাভ রিপাবলিক অব মেসিডোনিয়াকে এতে সমর্থন দেওয়ার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

দ্বিতীয়তঃ এ বছর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা পত্রের ৬০তম প্রতিষ্টা বার্ষিকী যেখানে সারা বছর ধরে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা পত্রের ধারণা এবং নীতিসমূহের উপর প্রচারাভিযান পরিচালীত হবে, পাশাপাশি মানবীয় বিষয়ে একটা যুগান্তকারী অর্জনে ভূমিকা রাখার জন্য **এলিনর রোসভেল্ট** যিনি ১৯৪৮ সালে হিউম্যান রাইটস কমিশনের সভাপতি ছিলেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মানে মনে করিয়ে দেওয়া যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা পত্র বাস্তবিক পক্ষে সকল মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উপভোগ করার জন্য। (http://www.unhchr.ch/udhr/) ইহা প্রকাশ করে যে, জনগনের প্রতি রাষ্ট্রে কি কি বিষয় চাপিয়ে দেওয়া উচিত না তা বুঝা, পাশাপাশি জনগনের ক্ষমতায়ন ও অধিকার সুরক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হতে স্বিকৃতি আদায় করা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা পত্রের নীতি সমূহের বাস্তবায়ন কৌশল হিসেবে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইনে এর বিষযগুলো যুক্ত করণ এবং এর সঠিক বাস্তবায়নকে বুঝায় যা এখনও চলমান রয়েছে।

তৃতীয়তঃ WWSF ২০০৮ সালের গ্রামীন নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে “**দাবী তুলুনঃ নারীর অধিকারই উন্নয়ন অধিকার**” কে প্রচারাভিযানের জন্য ঠিক করেছে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন অধিকার কে নারীর উন্নয়ন অধিকার হিসেবে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। ৪ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে অনুষ্টেয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে (৪১/১২৮) এটা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বিকৃতি পায় এবং এ ঘোষনাপত্র প্রাথমিক হাতিয়ার হিসেবে রুপলাভ করে।

৩. আন্তর্জাতিক উদ্‌যাপন কমিটির ঘোষনাপত্র ও উন্নয়ন অধিকার

ধারা ১. উন্নয়নে অধিকার এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয় এমন একটি মানবাধিকার যা সকল মানুষ ভোগ করতে পারে, অংশ গ্রহণ করতে পারে, এবং সকল মানুষ তার সাংবিধানিক ও মানবিক অধিকারে বিশেষ করে অর্থনৈতিক,

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভাবে উপভোগ করতে পারে।

ধারা ২. এটা স্বীকৃত যে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো সকল জনগনের সার্বিক কল্যানে উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে যথাযত নীতি প্রণয়ন করা।

ধারা ৩. এটা সত্য যে, রাষ্ট সমুহ " জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উন্নয়নে অধিকারে জনগনের পক্ষে উপলব্দি সৃষ্টিতে প্রাথমিক দায়িত্ব নিতে পারে" এ প্রতিপাদ্য বিষয় বাস্তবায়ন করতে পারে।

ধারা ৪. রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে, মানুষকে প্রধান প্রধান সাংবিধানিক অধিকার বিশেষ করে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, কর্মস্থান প্রভৃতি প্রদান করা। পাশাপাশি জন অংশগ্রহন, আয়ের সমবণ্টন এবং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক অবিচার দুর করা।

ধারা ২ এ বুঝানো হয়েছে যে, জাতীয় উন্নয়ন নীতিতে সকল মানুষের অংশগ্রহণ অধিকার রয়েছে। উন্নয়নে অধিকার সম্পকীত সরকারের যে কোন কর্মকান্ডে বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমতা, মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা, শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান, পানি এবং কর্মসংস্থান ইহা আপনারই অধিকার।

উন্নয়নে অধিকার ঘোষণাপত্র রাষ্ট্রের একটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গীকার যা উন্নয়ন নিশ্চিত করণ এবং উন্নয়নে বাঁধা দুর করতে একে অন্যকে সহযোগীতা করে ।

দেশের উন্নয়ন, খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং শান্তি বজায় রাখার স্বীকৃতি, প্রাপ্তি এবং সহযোগীতায় আপনার স্বতস্ফূর্থ অবদান যা ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীন দিবসে উন্নয়নে অধিকার আপনার অধিকার হিসেবে সরকারের কাছে দাবী তুলুন।

উন্নয়নে আপনার অধিকার পুণঃ ব্যক্ত করুন

- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ও আন্তর্জাতিক আইন এর ধারা সমুহ বাস্তবায়ন করুন
- স্বচ্ছ জীবন যাপনে নারী পুরুষের মধ্যে অসমতা দুরীকরণ এবং এদের সক্ষমতা অর্জনে কাজ করুন
- সকল পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় আপনাকে যুক্ত করুন
- অন্যের কার্যকলাপের কারনে আপনার উন্নয়নে অধিকার ভঙ্গ হয় এমন কাজ প্রতিহত করুন
- ক্ষুধা দুরীকরণে বিনিয়োগ করুন। খাদ্য অধিকার প্রমান করে যে, আপনি আপনার এবং আপনার পরিবারের খাদ্য সংস্থান করতে সক্ষম
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, তথ্যসহ মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা, পরামর্শ ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা, খাদ্য উৎপাদনে কৃষি জমি পাওয়া এবং আয় বৃদ্ধিতে নিজেকে নিয়োজিত করুন
- পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং মানসম্মত বাসস্থানের জন্য সম্পদ ব্যয় করুন
- কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা, যথাযথ প্রযুক্তি এবং কৃষিভুমির স্বাত্বাধিকার সংস্কারে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থাপনায় নিজেকে নিয়োজিত করুন
- নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দুরীকরণ বিষয়ক সনদ (সিডো- ধারা ১৪) এর অনুমোদন এবং বেইজিং প্লাটফরম অফ এ্যাকশন এর কৌশল, উদ্দেশ্য এবং কর্মসুচী সমুহ বাস্তবায়ন করুন

উন্নয়নে অধিকার বিষয়ক ঘোষণাটি সকল ধরনের মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার এমনকি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের একটি সমন্বয়। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সনদ বাস্তবায়নে গত ৩০ বছর ধরে চাপদিচ্ছে। (http://www.hrweb.org/legal/cpr.html).

এই ঘোষনাপত্রের প্রকৃত শক্তি হচ্ছে ইহা আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত। এই রকম অধিকার আপনার মানসম্মত বাসস্থান, নিরাপদ খাবার এবং পানি, নিরাপদ কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য সেবা এবং ঋণ সুবিধা যা ১৯৭৯ সালে নারী প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ(সিডো)তেও উল্লেখ ছিল এবং জাতিসংঘের গুরুত্বপুর্ণ কনভেনশন গুলোতেও নারীর অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে। জাতিসংঘের ১৮৬ টি সদস্য রাষ্ট্র এই কনভেনশনের সাথে যুক্ত আছে। http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

উন্নয়নে অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রটি সম্পর্কে জানা, সম্মতি এবং অর্জনের ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন। ইহা বের করতে হবে যে, এই অধিকার মানুষের মনের চাহিদা পুরণ করতে পারে না এবং এখানে কোন দেশের একক কোন উন্নয়ন মডেল নাই যা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে। সব সময় আমরা দেখেছি যে কোন উন্নয়ন নীতি এককভাবে নিজ নামে প্রতিষ্টিত হয় যার ভিত্তি হয়ে থাকে উন্নয়নে অধিকারের ভিত্তিতে এবং যা মানবাধিকার (নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার) নিশ্চিত করে।

৪. বাংলাদেশে দিবসটি উদ্‌যাপনের মুল থীম

গত বছর সারা বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন কম হয়। সাথে সাথে জ্বালানী তেলের দামও অস্বভাবিক বেড়ে যায়। ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্য দ্রব্য বিশেষ করে চাল ও গমের দাম অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে যায়। অনেক রপ্তানীকারক দেশ

(যেমন ভারত) হয় খাদ্য দ্রব্য রপ্তানি বন্ধ করে মজুদ গড়ে তোলে অথবা রাতারাতি ৩০০-৫০০% পর্যন্ত দাম বাড়িয়ে দেয় (যেমন ভারত যে চালের দাম নিত ৩০০ ডলার তা রাতারাতি ১০০০ ডলারে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের মত দেশ যাদেরকে চাল আমদানীর উপর নির্ভর করতে হয়, তারা চরম বিপদে পড়ে যায়। এদিকে ভর্তুকি দিয়ে চাল বিতরন করে জনগনকে নিবৃত রাখতে হয় অন্য দিকে চাল/গম আমদানীতে প্রচুর বৈদিশক মুদ্রা খরচ করতে হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের মত দেশ গুলোকে এক নতুন শিক্ষা নিতে হয় তা হলো ঃ যে কোন মুল্য আমাদেরকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন হতে হবে। এই শিক্ষা আরও নিবিড় হয় যখন এটা দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর উন্নত দেশ সমুহ বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায়, যেখানে থেকে মুলত উদ্বৃত্ত খাদ্যটা আসতো, তারা যখন ক্রমান্বয়ে বেশি পরিমানে জমি "বায়োফুয়েল" উৎপাদনে বিনিয়োগ করা শুরু করল। এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশ ও (যেমন ব্রাজিল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা) ক্রমান্বয়ে খাদ্য উৎপাদনের চাইতে বায়োফুয়েল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকছে। আর্ন্তজাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ (বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবি) ও ইতিমধ্যে অনেক উন্নয়নশীল দেশসমুহকে (যেমন বাংলাদেশকে) পরামর্শ দেয়া শুরু করছে, বায়োফুয়েল উৎপাদন করে তা রপ্তানী করে খাদ্য দ্রব্য আমদানী করা লাভজনক।

এমতবস্থায় আমাদের মত অনুন্নত দেশ সমুহে এটা উপলব্ধি করা গেছে যে, যেভাবেই হোক আমাদেরকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন হতে হবে। বাংলাদেশে একদিকে বাড়ছে জনসংখ্যা অন্য দিকে বিভিন্ন ভাবে কৃষি জমি কমছে। এখনই গড়ে বছরে ২০-৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করতে হয়। বাংলাদেশের জন্য এটা চ্যালেঞ্জ বৈকি। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা সবাই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা চাই, খাদ্যে নিরাপত্তা চাই। কিন্ত আমরা মনে করি এই স্বয়ংসম্পূর্নতা বা নিরাপত্তা যদি খাদ্য সার্বভৌমত্বের আলোকে না দেখি তাহলে এটা আমাদেরকে আরও বিপর্যস্ত করে তুলবে।

খাদ্য সার্বভৌমত্বের আলোকে এবারের আন্তর্জতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে আমাদের দাবী সমুহের পক্ষে আওয়াজ তুলুন

সুতরাং উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে এবার আমরা নিম্নোক্ত দাবী সমুহ নিয়ে আলোচনা, রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই ঃ

(১) কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কীমে গ্রামীন গরীব নারীদের অধিক হারে অংশ গ্রহণ ও অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

(২) বিএডিসি'র বীজ শাখাকে পুনরুজ্জীবিত করে অবিলম্বে সরকারী উদ্যেগে প্রতিটি জেলায় পুর্বের মতো স্থানীয় বীজের উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে হবে। সরকারী উদ্যেগে কৃষকদের ঘরে ঘরে স্থানীয় বীজ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরনের কাজ করতে হবে। হাইব্রীড বীজের কুফল গুলো সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করতে হবে।

(৩) আইন করে কৃষি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান ও নুন্যতম মজুরী নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) আইন করে বর্গা চাষীদের অধিকার সুরক্ষা করতে হবে।

(৫) আবাদী কৃষি জমি কৃষি কাজের জন্য সুরক্ষা করতে হবে, এই নীতির আলোকে কৃষি জমির অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার বন্ধ করে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারের আইন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

(৬) স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় সবখানে রাজনীতি ও নীতি নির্ধারনে নারীদের সমান অংশ গ্রহনকে আইন করে নিশ্চিত করতে হবে।

(৭) কৃষি উৎপাদন চক্রের সর্বস্তরে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি ও উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে।

খাদ্য সার্বভৌমত্বের আলোকে আমাদের দাবী এখানেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা, আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির নামে বানিজ্যিকীকরনের যাঁতাকলে আমাদের কৃষক যাতে তাদের টিকে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, আমাদের প্রকৃতি ও স্বাস্থ্য যাতে বিনষ্ঠ না হয়।

৫. বিভিন্ন জেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০০৮ উদ্‌যাপন

৫.১

১৫ অক্টোবর ২০০৮ সিটিজেন সেন্টার, খুলনা
সকাল ৯ টায় খুলনা প্রেস ক্লাব থেকে সিটিজেন সেন্টার পর্যন্ত নারী পুরুষ সমন্বয়ে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পরে সকাল ৯.৩০ মিনিটে উপস্থিতি তালিকায় স্বাক্ষর গ্রহণের সময় আমন্ত্রিত অতিথি এবং উপস্থিত সকলকে আন্তর্জাতিক গ্রামীন নারী দিবস ২০০৮ এর প্রকাশনা ও লিফলেট প্রদান করা হয়।

৫.২

গত ১৫ অক্টোবর' ০৮ তারিখ আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন কমিটি ময়মনসিংহ শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা

সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ময়মনসিংহ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মিসেস সাজেদা বেগম সাজু, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেহড়া বহুমুখী সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রধান নির্বাহী জনাব শেষ সুলতান আহমদ,সভায় সভাপতিত্ব কনের আইইউডির ম্যানেজার মিসেস মনিরা সুলতানা। আলোচক হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় দরিদ্র উন্নয়ন কর্মসূচী (দীপ) এর নির্বাহী পরিচালক মো: আতিয়ার রহমান.সৌরভ নারী কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী লুৎফা বেগম,প্রদীপ সমাজ কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী মর্জিনা বেগম। সভায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি ছাড়াও গ্রামীণ মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

৫.৩

নোয়াখালী জেলার নারী দিবস উপলক্ষে ইক্যুইটি জাস্টিস ফোরামে প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় পি এল একাডেমির প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মমিনুল হক সাহেব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। পরে এলকার বিভিন্ন পেশায় স্ব স্ব কাজে অবদান রাখার জন্য নোয়াখালী জেলার ০৫ (পাঁচ) জন নারীকে সম্মাননা ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

৫.৪ **আন্দোলনের বাজার** গাংনী

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন উপলক্ষে বুধবার গাংনী উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারী অধিকার বিষয়ে এক সভা অনুষ্টিত হয়। সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নুর-ই-ছফুরা ফেরদৌস।

৫.৫ মাগুরায় গ্রামীণ ৫ নারী সংবর্ধিত

সামাজিক উন্নয়নমুলক বিশেষ অবদানের জন্য মাগুরার ৫ জন নারীকে সম্মাননা দেয়া হয়েছে। আন্তর্জঅতিক গ্রামীণ নারী দিবস ০৮ উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্বর্নিল ফাউন্ডেশন শুক্রবার এ সম্মাননা প্রদান করে।

৫.৬

১৫ অক্টোবর সকাল ১০ ঘটিকায় সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট

অর্গানাইজেশন (এস এস ডি ও) পটুয়াখালী উদ্যোগে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন পটুয়খালী জেলা কমিটির সহায়তায় এস এস ডিও'র হল রুমে ' উন্নয়ন অধিকার-নারীর অধিকার'এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর এক র‍্যালী, আলোচনা সভা এবং আলোচনা সভা শেষে ৫ জন গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা সবাই গ্রামীণ নারীদে উন্নয়নের সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন দাবী দাওয়া তুলে ধরেন এবং গ্রামীণ নারীদেরকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য কিছু উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানান।

৫.৭

এসএসডিওর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপিত কাপলাফুল সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এসএসডিওএর উদ্যোগে আর্ন্তজাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।

৫.৮

গত ১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার সকালে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী

দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভয় চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয় উন্নয়ন অধিকারই নারীর অধিকার।

এতে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন ২০০৮ এর চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি গৌরী চন্দ্র সেতু।

৫.৯

গত ১৫ অক্টোবর বিকাল আলো সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস। নাটোর এবার প্রথম

দিবসটি পালন করা হলো। অনুষ্ঠানে নাটোর জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে ৮০ জন গ্রামীণ মহিলা উপস্থিথ ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নাটোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক মনোজ কান্তি বড়াল। অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নাটোর জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দিলারা বেগম পারুল।

৫.১০

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ নারীদের অবস্থান পর্যালোচনা এবং তাদেও অধিকার নিশ্চিতকরণের দাবী নিয়ে বাংলাদেশে ১৫ অক্টোবর বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস। ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কি গ্রুপ এর কারিগরি সহযোগীতায় দিনাজপুর জেলা কমিটি দিবসটি পালন করে।

আলোচনা সভার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'খাদ্য নিরাপত্তাকে বেচেনা করতে হবে খাদ্য সার্বভৌমত্বের আলোকে। এতে অংশ নেন ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস এর নাটোর সভাপতি উম্মে নাহারসহ অন্যরা।

আলোচকদের বক্তব্যে নারীদের অবহেলা, সামাজিক অবস্থা বিবেচনা ও অধিকার বিষয়ে বিষয় আলোচনা করা হয়। তৃণমুলের নারীদের সংঘটিত করতে উদ্যোগটি যথাযথ ভূমিকা রাখে।

৫.১১

অরুন্ধ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়ন সোসাইটি আহীস

৫অক্টোবর ২০০৮ ইং আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ০৮ উদযাপন করে

৫.১২

প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা

সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায়। এরই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন কমিটি চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা ১৫

অক্টোবর বিকাল ৩ টায় প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সভাকক্ষে কমিটির সভাপতি ও ঝিনুক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যাপীঠের সাবেক প্রধান শিক্ষক রাশিদা হাসনু আরার সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যেসব বিষয় উঠে আসে তার মধ্যে পুরুষদের মতো নারীদেরও কাজকর্মে আইন করে সমান অধিকার প্রদানসহ ভূমি ব্যবস্থাপনা লিঙ্গা বৈষম্য দুরীকরণের গুরুত্ব দেয়া হয়।

৫.১৩

১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উপলক্ষে হবিগঞ্জ জেলার ৬ টি এনজিও'র উদ্যোগে দিবসটি পালিত হয় মাধবপুর

থানার ৬ নং শাহজানপুর ইউনিয়নের তেলিয়াপাড়ায়। সকালে র‍্যালি পরবতী আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাহুবল অগ্রণী সমাজ কল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যান ডাক্তার শহিদ মিয়া। উদ্বোধন করেন শাহজানপুর্ইউপি চোয়ারম্যান আবদু রাজ্জাক। অনুষ্ঠান শেসে ৫ জন নারীকে অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়।

মোট খরচ ৫৮৬০/

৫.১৪

সাহেবনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা (স.স.ক.স) গাংনী, মেহেরপুর। ১৫ অক্টোবর ০৮ বুধবার সকাল ১০ টায় মো: আসিরুল ইসলাম অল্ডাম এর সভাপতিত্বে আলোচনা ও সম্মাননা প্রদান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নুর ই সফুরা ফেরদৌস। এছাড়া সাংবাদিক সহ সমাজের অনেক গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশ নেয়। সভা শেসে ৫ জন নারী সম্মাননা প্রদান করা হয়।

৫.১৫

এ্যাকশন ইন বাংলাদেশ কার্যালয়ে ১৫অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০ টায় অধ্যক্ষ নাজিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আলোচনা সভা এবং র‍্যালী ও তৎপরবতী ৫ জন সফল নারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে খরচ হয় ৩০৫০/-